

কুরআন-সুনাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায়: আরকানুল ঈমান রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আনুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ২. ৭. ৪. মালাকগণের আকৃতি

মালাকগণের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে বিশেষ কিছু জানানো হয়নি, তবে আমরা জানি যে, তাঁদের কম-বেশি বিভিন্ন সংখ্যার পাখা আছে। মহান আল্লাহ বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন এবং দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা-বিশিষ্ট মালাকগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।"[1]

তাঁদের পাখার প্রকৃতি বা সংখ্যা আল্লাহই জানেন। তবে জিবরাঈল (আঃ)-এর বিষয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর ৬০০ পাখা আছে। মহান আল্লাহ সূরা নাজমে বলেছেন:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

"অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান থাকল, অথবা তারও কম।"[2]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন:

إِنَّ النَّبِيَّ (﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْدِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَّةِ جَنَاحِ

"নবী (ﷺ) জিবরীলকে দেখেন তার ছিল ৬০০ টি পাখা।"[3]

আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জিবরীল (আঃ)-এর আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে জানা যায়। তাবিয়ী মাসরুক বলেন:

كُنْتُ مُتَّكِبًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبًا عَائِشَةَ ثَلاثٌ مَنْ تَكَلَّم بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِبًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظُرِينِي وَلا تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفُقِ الْمُبِينِ)، (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) فَقَالَتْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظُرِينِي وَلا تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفُقِ الْمُبِينِ)، (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) فَقَالَتْ أَنَّا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ (وَيَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهِ (وَيَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلُ اللَّهُ يَقُولُ: (لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيلُ) أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهُ يَقُولُ: (وَمَا كَانَ لِبَسَرَ أَنْ اللَّهُ يَقُولُ: (قَاللَةُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِنْفِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى ّ حَكِيمٌ). قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ



আরেশা (রা) বলেন: এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তরে বলেন: "এ হলো জিবরীলের কথা। আল্লাহ তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি এই দুবার ছাড়া আর কখনো তাঁকে তাঁর সেই প্রকৃত আকৃতিতে দেখি নি। আমি দেখলাম তিনি আকাশ থেকে নেমে আসছেন। তাঁর আকৃতির বিশালত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিছে।" আরেশা বলেন: তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: "তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত"[6]? তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: "কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দৃত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্ধত, প্রজ্ঞাময়"[7]?

আয়েশা (রা) বলেন, আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর কিতাবের কিছু বিষয় গোপন রেখে গিয়েছেন সেও আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ বলেন: "হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।"[8] তিনি আরো বলেন: আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আগামীকাল (ভবিষ্যতে) কি হবে তা বলতেন (অন্য বর্ণনায়: আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, তিনি আগামীকালে (ভবিষ্যতে) কী আছে তা জানতেন) তবে সেও আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ বলেন[9]: "আপনি বলুন: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"[10]

ফুটনোট

- [1] সূরা ফাতির: ১ আয়াত।
- [2] সূরা (৫৩) নাজম: ৮-৯ আয়াত।
- [3] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮১, ৪/১৮৪০, ১৮৪১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৫৮।
- [4] সূরা (৮১) তাকবীর: ২৩ আয়াত।
- [5] সূরা (৫৩) নাজম: ১৩ আয়াত।
- [6] সূরা (৬) আন'আম: ১০৩ আয়াত।



- [7] সূরা (8২) শূরা: ৫**১** আয়াত।
- [8] সূরা (৫) মায়িদা: ৬৭ আয়াত।
- [9] সূরা (২৭) নামল: ৬৫ আয়াত।
- [10] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৫৯-১৬১; তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৬২, ৩৯৪; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৩১৩, ৮/৬০৬।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13649

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন